Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

রবিবার the ৩১ day of জুলাই **, ২০২২**

Other Suit No. ১১৮৯ / ২০২১

আশরাফ আলী গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

আহমদ মিয়া গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৬/১০/২০১৬ খ্রিঃ, ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ, ০২/০৮/২০১৭ খ্রিঃ, ২৩/০৪/২০১৮ খ্রিঃ; ও ১৫/১০/২০১৮ খ্রিঃ; ১৯/০৮/২০১৯ খ্রিঃ ; ০২/১০/২০১৯ খ্রিঃ; ২০/১১/২০১৯ খ্রিঃ ; ২৩/০৫/২০২২ খ্রিঃ ; ০৯/০৬/২০২২ খ্রিঃ ।

In presence of

জনাব কাজী জসিম উদ্দিন Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব বলরাম কান্তি দাশ Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

(১) বড়উঠান নিবাসী জনৈক শরীফ খাঁ এর রহমত খাঁ, আমির খাঁ ও ওয়াহেদ খাঁ নামে তিন পুত্র ছিল। রহমত খাঁ অবিবাহিত অবস্থায় ও আমির খাঁ ওয়ারীশ বিহীন মৃত্যুবরণ করেন। অপর পুত্র ওয়াহেদ খাঁ এক পুত্র আলী মিয়া কে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। ১নং তফসিলী সম্পত্তির মালিক ছিলেন রহমত খাঁ ও

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

তার ভ্রাতুষপুত্র আলী মিয়া। তাদের নাম আর এস ৮৭২ নং খতিয়ানে প্রচারিত হয়। রহমত খাঁ অবিবাহিত মরনে তৎ স্বত্ব ভ্রাতুষপুত্র আলী মিয়া পায়।

(২) ২ নং তফসিলী সম্পত্তির মালিক ছিল আমির খাঁ। তার নামে আর এস ৮৬৯ নং খতিয়ান হয়। আমির খাঁ ওয়ারীশ বিহীন মরনে ভ্রাতুষপুত্র আলী মিয়া যাবতীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। আলী মিয়া মরনে দুই পুত্র ১ নং বাদী আশরাফ আলী ও ওমদা মিয়া, যার মৃত্যুতে ২-৬ নং বাদী ওয়ারীশ থাকে। বাদীগণ মৌরশীসূত্রে নালিশী সম্পত্তি ভোগদখলে নিয়ত আছেন। অপরদিকে নালিশী জমিতে বিবাদীদের কোন স্বত্ব-দখল নেই। ১ নং বাদী খাজনা পরিশোধ করতে গেলে বি.এস রেকর্ড ভুল মর্মে জানতে পারেন। সর্বশেষ ০৪/০৪/২০০০ ইং তারিখে বি এস খতিয়ানের সহিমুহুরী নকল প্রাপ্ত হয়ে নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত বি এস খতিয়ান ভুলের বিষয়ে সম্যক অবগত হন। ১০/০৫/২০০০ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ নাদাবি দিতে অস্বীকার করায় বাদীপক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন।

(৩) **১ /২ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** ১ নং তফসিলের সম্পত্তি ফকির মোহাম্মদ এর ছিল। উক্ত ফকির মোহাম্মদ মরনে দুই পুত্র শরিফ খাঁ ও জানু খাঁ পায়। কিন্তু আর এস খতিয়ানে ভুলে জানু খাঁর নাম না এসে আলী মিয়ার নামে জরিপ হয়। অনুরুপভাবে পি এস খতিয়ান ও নিঃস্বত্ববান আলী মিয়ার পুত্রের নামে ভুলভাবে জরিপ হয়। শরীফ খাঁ মরনে দুই পুত্র আমির খাঁ ও রহমত খাঁ ও ২য় স্ত্রী পেয়ারজান ওয়ারীশ হয়। রহমত খাঁ অবিবাহিত অবস্থায় মরনে তৎ স্বত্বাংশ ভ্রাতা আমির খাঁ পায়। পেয়ারজান মরনে তৎ স্বত্বাংশ পুত্র আমির খাঁ ও পেয়ারজানের আগের সংসারের পুত্র ওবাইদ খাঁ প্রাপ্ত হয়। ওবায়েদ খাঁ মরনে পুত্র আলী মিয়া ক্রমে বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। এভাবে বাদীগণ নালিশী ১ নং তফসিলের ভুমিতে ১$\frac{৫}{৮}$ শতকে স্বত্ববান দখলকার আছেন। আমির খাঁ মরনে তৎ স্বত্ব চাচা জানু খাঁ পায় এবং জানু খাঁ মরনে এক পুত্র সুলতান আহমদ প্রকাশ ছোলতান খাঁ ওয়ারীশ হয়। সুলতান আহমদ মরনে তিন পুত্র ১-৩ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পি.এস ও বি এস খতিয়ানে সুলতান আহমদ ও ১-৩ নং বিবাদীর নামে অংশ ভুলক্রমে কম লিপি হয়েছে এবং বাদীর নামে অংশ লিপি ভুল হয়েছে।

(৪) আর এস ২৩৮ খতিয়ানের ৪২ শতকের মালিক ছিল আমির খাঁ। উক্ত আমির খাঁ মরনে তৎ চাচা জানু খাঁ প্রাপ্ত হয়। জানু খাঁ থেকে পুত্র সুলতান আহমদ পায় এবং তৎপরবর্তীতে তার নামে পি এস-২২৩ নং খতিয়ান হয়। সুলতান আহমদের পুত্র ১-৩ নং বিবাদীর নামীয় বিরোধীয় বি এস ৩২৮ খতিয়ানে উক্ত সম্পত্তি ৩০৪৪/৩০৬৫/৩০৬৮ দাগে অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে। বাদীগণ আমির আলীর ওয়ারীশ হইলে উক্ত সম্পত্তি অবশ্যই তাদের দাবির অর্ন্তভুক্ত করিতেন।

(৫) নালিশী ২ নং তফসিলের ভুমি আমির খাঁর স্বত্ব দখলীয় ছিল। তার নামে আর এস জরিপ হয়। আমির খাঁ মরনে চাচা জানু খাঁ প্রাপ্ত হয়। জানু খাঁ মরনে পুত্র সুলতান আহমদ প্রাপ্ত হয়। তার নামে পি এস

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

খতিয়ান হয়। সুলতান আহমদ মরনে ১-৩ নং বিবাদী মালিক হয়। পরবর্তীতে তাদের নাম বি এস জরিপে রেকর্ড হয়। এভাবে বিবাদীগণ নালিশী তফসিলের অধিকাংশ ভুমিতে তামাদির উর্ধ্বকাল যাবত ভোগদখলে আছে। নালিশী ২ নং তফসিলের ৮ শতক ভুমি ১-৩ নং বিবাদী ২৬/০৮/১৯৯৩ তারিখে সামশুল আলম এর নিকট এবং ৫ শতক ভুমি মোহাং ছৈয়দ এর নিকট হস্তান্তর পূর্বক দখল অর্পণ করেন। উক্ত দাগের সম্পূর্ণ ১৩ শতক ভুমি তারা গৃহাদি নির্মাণে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। ওয়াহেদ খাঁ কখনো শরীফ খাঁর পুত্র ছিল না। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমা খরচা সহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

(৬) **৩(ক)-৩(ঙ)/ ৫ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন**। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ হুবহু ১ ও ২ নং বিবাদীর দাখিলী জবাবের বক্তব্যর অনুরুপ বিধায় তাহা বর্ননা করা হতে বিরত থাকলাম।

(৭) **বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ**

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?
৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

(৮) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ আজিজুর রহমান (P.W.1); আবু আহমদ (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ আলম (D.W.1) ও মোঃ দিদারুল আলম (D.W.2)। ১(গ) নম্বর বাদী আজিজুর রহমান (P.W.1) এবং ১(ক) নম্বর বিবাদী মোঃ আলম (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ৮৭২ ও ৮৬৯ নং খতিয়ান এবং বি এস ৪৪৫ , ৩২৮ নং খতিয়ানের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ১ সিরিজ

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

২। তথ্য স্লিপ	প্রদর্শনী ২
৩। দাখিলা ৯ ফর্দ	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। খাজনার দাখিলা ১০ ফর্দ	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। আর এস ৮৭২ ৮৬৯ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। পি এস ৮০১ নং খতিয়ানর সি.সি	প্রদর্শনী ৩
৪। বি এস ৪৪৫ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৪
৫। ২৬/০৮/১৯৯৬ ইং তারিখের ৩৪৪৭ নং কবলার আসল কপি	প্রদর্শনী-৫

(৯) বাদীপক্ষে সাক্ষী **আজিজুর রহমান (P.W.1)** জবাবন্দিকালে আরজির বক্তব্য হবহু তুলে ধরেন। বিবাদীপক্ষ এই সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরাতে তিনি বলেন, শরীফ খাঁর ২য় স্ত্রী পেয়ার জান এবং পেয়ার জানের পূর্বের স্বামী রহমত খাঁ কিনা তা তিনি জানেন না। **বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি " ওবায়েদ খাঁ পেয়ারজানের গর্ভজাত ও রহমত খাঁর ঔরষজাত সন্তান হয় " মর্মে সাজেশন দিলে তিনি অস্বীকার করেন।** তিনি জেরাকালে আরো বলেন ওবায়েদ খাঁর পিতার নাম জানেন না এবং জানু খাঁ শরীফ খাঁ এর আপন ভাই কিনা জানেন না। রহমত খাঁ আমির খাঁর পূর্বে মারা যান কিনা জানেন না। " আমির খাঁ মরনে তৎ স্বত্ব চাচা জানু খাঁ প্রাপ্ত হয় " মর্মে সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন। ওবায়েদ খাঁ আমির খাঁর আগে মারা যান কিনা তিনি তা জানেন না। " আমির খাঁর স্বত্ব আলী মিয়া প্রাপ্ত হয়নি এবং নালিশী জমির পি এস ও বি এস জরিপ সঠিক হয়।" মর্মে সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন যে, তার পিতার নামে বি এস জরিপ হয়নি। বি এস জরিপ ভুল হয় মর্মে কবে জেনেছেন তা তিনি বলতে পারবেন না। তিনি আরো বলেন নালিশী জমি বাড়ি ভিটি সেখানে তাদের ০৪ টি বাড়ি আছে। তিনি বলেন যে ৫২ শতক জমি নিয়ে মামলা। উক্ত জমি ০৪ টি দাগে স্থিত।

(১০) **আবু আহমদ P.W.2** হিসাবে জবাবন্দিকালে বলেন, নালিশী ভুমি বাদী দখল করে। সেখানে স্বপরিবারে বাদী বসবাস করে। বিবাদীর কোন দখল নালিশী ভুমিতে নেই। জেরাতে তিনি বলেন যে আহমদ মিয়া নূর আহমদ ও মোহাম্মদ মিয়া এক বাড়িতে থাকে। তবে তাদের বাড়ি ১ কানি ১৪ গন্ডার বেশী। আশরাফ আলী আহমদ মিয়া কে মামা ডাকত। মোহাম্মদ মিয়া ও আশরাফ আলীর বাড়ি পৃথক পৃথক। নালিশী ভুমি ওমদা মিয়া ও আশরাফ আলী দখল করে। আশরাফ আলীর দখলীয় ভুমির উত্তরে-

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

রাস্তা, দক্ষিনে- তিনি ও পূর্বে-তিনি এবং পশ্চিমে-সরকারী রাস্তা। আহমদ মিয়া গংদের দখলীয় ভুমির চকবন্দ বলতে পারবেন না। আশরাফ আলী তার প্রতিবেশী।নালিশী সম্পত্তি বাদী বিবাদীদের এজমালি সম্পত্তি হয় মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

(১১) বিবাদীপক্ষে **মোঃ আলম D.W.1** জবাবন্দিকালে লিখিত বর্ণনার বক্তব্য হুবহু তুলে ধরেন। জেরাতে তিনি বলেন যে, ১ নং তফসিলের মূল মালিক ফকির মোহাম্মদ খাঁ হওয়া মর্মে তার কাছে কোন দালিলিক প্রমান নেই। তিনি দাবি করেন যে, ২ নং তফসিলের ভুমির আর এস খতিয়ান শুদ্ধ নয়। তিনি বলেন যে তিনি আলী মিয়া কে দেখেছেন। আলী মিয়া আমির খাঁর ভ্রাতুষপুত্র হয় মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। "জানু খাঁ আমির খাঁ এর চাচা হওয়ার উক্তি অসত্য" মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। জানু খাঁ আমির খাঁ এর চাচা হয় তৎ প্রমানে কোন দালিলিক প্রমান নেই।

(১২) **D.W.1** জেরাতে আরো বলেন যে, নালিশী ভুমি সরকারী রাস্তার দক্ষিনপাশে অবস্থিত। খোট্টা পাড়া রাস্তা উত্তর পশ্চিমে লম্বা। সেই রাস্তার উত্তর পাশে তার বাড়ি। নালিশী ভুমি বাড়ি ভিটি ও পাউন্ডি ভুমি। দক্ষিনপাশের অনালিশী ভুমিতে বাদীগনের বাড়ি ঘর আছে। নালিশী ভুমি রাস্তার লাগোয়া ১ দাগে। নালিশী ভুমিতে বাদীগনের বাড়িঘর আছে মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। ১ নং তফসিলের ভুমি শরীফ খাঁ ও জানু খাঁ প্রাপ্ত হননি মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। পি এস খতিয়ান শুদ্ধ মর্মে সাজেশন ও তিনি অস্বীকার করেন। ১ নং তফসিলের ভুমিতে বাদীগণ ১$\frac{৩}{৮}$ শতক ভুমি প্রাপ্ত হওয়ার উক্তি অসত্য মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি জান খাঁর ওয়ারীশ নন মর্মে সাজেশন অস্বীকার করেন। ১ নং তফসিলের ভুমি রহমত আলীর ওয়ারীশ হিসাবে এবং ২ নং তফসসিলের ভুমি আমির খাঁর ওয়ারীশ হিসাবে বাদীগণ প্রাপ্ত হয় মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে নালিশী ভুমির উত্তরে-রাস্তা, দক্ষিনে- সুলতান আহমদ, পূর্বে- অনালিশী ভুমিতে বাদীগণ। নালিশী ভুমিতে তিনি দখলে নেই মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

(১৩) **D.W.2** দিদারুল আলম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বিবাদীরা ৪০ শতকে দখলে আছে। বাদীরা বি এস ৩০৬৩ দাগে ২৫ শতকে দখলে আছে। বাকি জায়গা বিবাদীরা দখল করে। মোট জায়গা ৬৫ শতক। জেরাতে তিনি বলেন যে, নালিশী জমি ৪ দাগে মোট ৬৫ শতক। নালিশী দাগে বাদীগণ ২৫ শতক ভূমিতে দখলে আছে। বাদীগণ ২৫ শতক জমি একটি দাগ বি এস ৩০৬৩ দাগে দখল করে। বাদীগণ অন্যান্য দাগাদিতেও দখল করে মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। জেরাতে তিনি আরো বলেন যে নালিশী দাগ নাল জমি। নালিশী দাগের ২৫ গজ উত্তরে রাস্তা আছে। রাস্তার উত্তর পাশে বিবাদীর বাড়ি। ২৫ গজ দূর হবে বিবাদীর বাড়ি। নালিশী জায়গা রাস্তার দক্ষিন পাশে অবস্থিত। জেরাতে তিনি আরো বলেন যে নালিশী ভুমিতে এক-কোনে বাদীর বাড়ি আছে। বাড়ি ৩০৬৩ দাগের মধ্যে । বাদী নালিশী জমি মৌরশীসূত্রে বাড়ি বাগানসহ ভোগদখল করে মর্মে সাজেশন অস্বীকার করেন। সুলতান আহমদ কখনো

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

নালিশী জায়গা ভোগদখল করেননি মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে বাদী তার আপন ফুফাতো ভাই।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

(১৪) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজি বর্নিত ১ ও ২ নং তফসিলী সম্পত্তি বাদীগণ মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত বসতগৃহ নির্মানে ও বৃক্ষাদি রোপনে পুরুষানুক্রমে ৮০ বছরের বেশী ভোগদখলে নিয়ত আছেন। নালিশী জমিতে বিবাদীদের কোনকালে কোন স্বত্ব দখল ছিল না। ১ নং বাদী স্থানীয় তহসিল অফিসে খাজনা পরিশোধ করতে গেলে তহসিলদার সম্পূর্ণ অংশের খাজনা নিতে অস্বীকার করে। তখন বাদী জানতে পারেন যে বি.এস রেকর্ড ভুল ভাবে বিবাদীদের নামে রেকর্ড হয়েছে। ভুল রেকর্ডের কারনে বিবাদীগণ বাদীগনের স্বত্বে মালিকানা দাবি করিলে বাদীগণ সর্বপ্রথম ০৪/০৪/২০০০ খ্রিঃ তারিখে বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং উক্ত বিষয়ে মর্মে অবগত হন। সর্বশেষ ১০/০৫/২০০০ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ বি এস খতিয়ান বিষয়ে নাদাবি দিতে অস্বীকার করেন। বিগত ১০/০৫/২০০০ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ০৪/০৬/২০০০ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৫) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৬) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত পি এস ও বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

বাদীপক্ষের দাখিলী প্রদর্শনী- ১ প্রকাশমতে, নালিশী আর এস ৮৭২ খতিয়ানের ৫২ শতক ভুমি সমানাংশে মালিক ছিলেন শরীফ খাঁর পুত্র রহমত খাঁ ও ওয়াহেদ খাঁর পুত্র আলী মিয়া। আবার প্রদর্শনী- ১(ক) হতে দেখা যায়, আর এস ৮৬৯ খতিয়ানে সম্পূর্ন ১৩ শতক ভুমির মালিক ছিল শরীফ খাঁর পুত্র আমির খাঁ। বাদীপক্ষ ওয়াহেদ খাঁ কে শরীফ খাঁ এর পুত্র দাবি করেছেন। উভয়পক্ষ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত যে শরীফ খাঁর পুত্র রহমত খাঁ অবিবাহিত অবস্থায় এবং আমির খাঁ ওয়ারীশ বিহীন মৃত্যু বরণ করে। বাদীপক্ষ রহমত খাঁ ও আমির খাঁর মৃত্যুতে তাদের ভ্রাতুষপুত্র অর্থাত ওয়াহেদ খাঁ এর পুত্র আলী মিয়া সমস্ত স্বত্ব প্রাপ্ত হয় মর্মে দাবি করেন। উক্ত আলী মিয়ার মৃত্যুতে দুই পুত্র ১ নং বাদী আলী আশরাফ ও ২-৬ নং বাদীর পূর্ববর্তী ওমদা মিয়া ওয়ারীশ থাকে, যাদের নামে পরবর্তীতে পি এস ও বি এস জরিপ হয় মর্মে দাবি করা হয়েছে। বিবাদীপক্ষের দাখিলী **প্রদর্শনী গ ও প্রদর্শনী -ঘ** হতে দেখা যায়, নালিশী ৫২ শতক সম্পত্তি সম্পর্কিত পি.এস -৮০১ ও বি এস-৪৪৫ খতিয়ানে আলী আশরাফ ও ওমদা মিয়ার নাম শুদ্ধরুপে প্রচার আছে। তবে পি.এস খতিয়ানে তাদের সাথে জান আলীর পুত্র সুলতান আহমদ ও বি এস এস খতিয়ানে উক্ত সুলতান আহমদের পুত্রদের নাম রেকর্ড হয়। অপরদিকে নালিশী অপর ১৩ শতক ভুমি সম্পর্কিত বি এস ৩২৮ খতিয়ান প্রদর্শনী-১(গ), ১-৩ নং বিবাদীদের নামে হয়। বাদীপক্ষ পি এস ও বি এস খতিয়ানে সুলতান আহমদ ও তার পুত্রদের নাম আসায় উক্ত খতিয়ানসমূহ ভুলভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে দাবি করেন।

১৭) অপরদিকে, বিবাদীপক্ষ পি.এস ও বি এস খতিয়ান শুদ্ধ দাবি করলেও আর এস রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধ মর্মে দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো আর এস রেকর্ডী আলী মিয়ার পিতা ওয়াহেদ খাঁর সাথে শরীফ খাঁ বা রহমত খাঁ এর কোন সম্পর্ক নেই। মূলত ১ নং তফসিলী সম্পত্তির মালিক ছিল ফকির মোহাম্মদ। তার মরনে তৎ স্বত্ব দুই পুত্র শরিফ খাঁ ও জানু খাঁ পায়। শরীফ খাঁ মরনে দুই পুত্র আমির খাঁ ও রহমত খাঁ এবং ২য় স্ত্রী পেয়ারজান মালিক হয়। রহমত খাঁ অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তার স্বত্ব ভ্রাতা আমির খাঁ প্রাপ্ত হয়। আবার পেয়ারজানের মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব পুত্র আমির খাঁ এবং পেয়ারজানের আগের সংসারের পুত্র ওয়ায়েঁদ খাঁ প্রাপ্ত হয়। বিবাদীপক্ষের মূল দাবি হলো, আমির খাঁ এর ওয়ারীশবিহীন মরনে

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

তার সম্পত্তি চাচা জানু খাঁ প্রাপ্ত হয়। জানু খাঁ মরনে তার পুত্র সুলতান আহমদ এবং সুলতান আহমদ মরনে ১-৩ নং বিবাদী মালিক হয়।

১৮) এখন দেখা যাক, আর এস রেকর্ডী আলী মিয়ার পিতা ওবায়েদ খাঁ, শরীফ খাঁ এর পুত্র ছিলেন কিনা এবং কথিত জানুঁ খাঁ শরীফ খাঁ এর ভ্রাতা ছিলেন কিনা এবং আলী মিয়ার নামে কথিত আর এস খতিয়ান শুদ্ধ কিনা ?

বাদীপক্ষ আমির খাঁ, রহমত খাঁ এবং আলী মিয়ার পিতা ওবায়েদ খাঁ কে আপন ভ্রাতা দাবি করেছেন। প্রদর্শনী-১ আর এস খতিয়ানে রহমত খাঁ এর নামে ।। (আট আনা) ও ওবায়েদ খাঁ এর পুত্র আলী মিয়ার নামে ।। (আট আনা) অংশ রেকর্ড দৃষ্টে এরুপ অনুমিত হয় যে, রহমত খাঁ ও ওবায়েদ খাঁ ভ্রাতা ছিলেন। আবার প্রদর্শনী- ১(ক) হতে স্পষ্ঠ যে, আমির খাঁ শরীফ খাঁ এর পুত্র ছিল। বিবাদীপক্ষ, রহমত খাঁ ও আামির খাঁ কে শরীফ খাঁ এর পুত্র স্বীকার করলেও ওবায়েদ খাঁ কে পুত্র স্বীকার করেননি। যেহেতু বিবাদীপক্ষ ওবায়েদ খাঁ কে শরীফ খাঁ এর পুত্র হিসাবে অস্বীকার করেছেন সুতরাং ওবায়েদ খাঁ যে শরীফ খাঁ এর পুত্র নয় এ বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীপক্ষের উপর বর্তায়। কিন্তু বিবাদীপক্ষ এ বিষয়টি প্রমাণের তেমন কোন চেষ্টা করেননি।

১৯) বিবাদীপক্ষ মৌখিকভাবে নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ফকির মোহাম্মদ ছিলেন মর্মে দাবি করলেও তৎসমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। এমনকি শরীফ খাঁ ও জানু খাঁ যে ফকির মোহাম্মদ এর পুত্র ছিল তৎসমর্থনেও কোন বিশ্বাসযোগ্য দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। উল্লেখ্য যে খতিয়ান দৃষ্টে কথিত বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত জানু খাঁ প্রকৃতপক্ষে জান আলী ছিলেন। বিবাদীপক্ষ উক্ত জান আলী ও জানু খাঁ যে, একই ব্যাক্তি হয় তৎসমর্থনেও কোন দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। বিবাদীপক্ষ জান আলী কে জানু খাঁ নাম দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন মর্মে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

২০) বাদীপক্ষের দাবি ছিল, শরীফ খাঁ তিন পুত্র রহমত খাঁ, আমির খাঁ ও ওয়াহেদ খাঁ কে ওয়ারীশ রেখে যায়। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো শরীফ খাঁ এক স্ত্রী পেয়ার জান ও দুই পুত্র রহমত খাঁ ও আমির খাঁ কে রেখে যায়। বাদীপক্ষ স্ত্রী পেয়ারজানের বিয়ষটি অস্বীকার করেছেন। পেয়ারজান নামে যদি শরীফ খাঁর কোন স্ত্রী থাকত, তবে আর এস খতিয়ানে অবশ্যই তার নাম আসত। বিবাদীপক্ষ তাদের জবাবে ওবায়েদ খাঁ, পেয়ারজানের আগের সংসারের পুত্র হয় বলে দাবি করলেও কার ঔরষজাত ছিলেন তার সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক P.W.1 কে জেরাকালে এরুপ স্বীকৃতি এসেছে যে, পেয়ারজান শরীফ খাঁ এর ২য় স্ত্রী ছিল। পেয়ারজানের পূর্বের স্বামী ছিল রহমত খাঁ। ওবায়েদ খাঁ হলো উক্ত রহমত খাঁর ঔরষজাত ও পেয়ারজানের গর্ভের সন্তান। আবার স্বীকৃতমতে, শরীফ খাঁর পুত্র রহমত খাঁ হয়। যদি তাই হয়,তাহলে পেয়ারজান কে প্রথমে পুত্র ও পরবর্তীতে পিতা বিবাহ করেছে বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যা সম্পূর্ন অবাস্তব ও অকল্পনীয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। **১/২ নং বিবাদীপক্ষ জবাবের ১৩ নং দফাতে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছেন যে রহমত খাঁ অবিবাহিত মারা যায়।** তাহলে রহমত খাঁর পেয়ারজান কে

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

বিবাহ করার বিয়ষটি একেবারেই অসত্য দাবি বলে আমি মনে করি। এছাড়া বিবাদীপক্ষ থেকে এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমান আসেনি যা থেকে ধারনা করা যায় যে পেয়ারজান নামে শরীফ খাঁর এক স্ত্রী ছিল। বিবাদীপক্ষ সম্পূর্নরুপে অন্যায় সুবিধার আসায় কথিত জানু খাঁ ও পেয়ারজানের সাথে শরীফ খাঁর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় ওবায়েদ খাঁ যে পেয়ারজানের পূর্বের স্বামীর পুত্র তা একেবারে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২১) উপরোক্ত আলোচনা হতে এরুপ প্রতীয়মান হয় যে, জান আলী (জানু খাঁ) কোনভাবেই শরীফ খাঁর ভ্রাতা ছিলেন না। আর এস রেকর্ডে জান আলী (জানু খাঁ) নাম না আসাটা প্রমান করে যে শরীফ খাঁর সাথে জানু খাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এছাড়া পেয়ারজান নামেও শরীফ খাঁর কোন স্ত্রী ছিল না এবং ওবায়েদ খাঁ পেয়ারজানের কোন পুত্র নন। প্রদর্শনী -১ ও ১(ক) দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, আমির খাঁ, রহমত খাঁ ও ওবায়েদ খাঁ সম্পর্কে ভ্রাতা হন এবং তারা শরীফ খাঁর পুত্র। সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালতের অভিমত হলো, যেহেতু বিবাদীপক্ষ নালিশী আর এস খতিয়ানে কথিত আলি মিয়ার নাম ভুলক্রমে রেকর্ড হবার বিষয়টি উপযুক্ত সাক্ষ্য দিয়ে প্রমান করতে পারেননি, সুতরাং ওবায়েদ খাঁ এর পুত্র আলী মিয়ার নামে নালিশী আর এস ৮৭২ খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়েছে।

২২) বাদীপক্ষ পি এস ও বি এস খতিয়ান অশুদ্ধ দাবি করেছেন। **প্রদর্শনী গ ও প্রদর্শনী -ঘ** হতে দেখা যায়, পি.এস -৮০১ ও বি এস-৪৪৫ খতিয়ানে আলী মিয়ার পুত্র আলী আশরাফ ও ওমদা মিয়ার নাম শুদ্ধরুপে প্রচার আছে। তবে পি.এস খতিয়ানে তাদের সাথে জান আলীর পুত্র সুলতান আহমদ ও বি .এস খতিয়ানে উক্ত সুলতান আহমদের পুত্র অর্থাত ১-৩ নং বিবাদীদের নাম রেকর্ড হয়। পি.এস খতিয়ানে সুলতান আহমদের নাম অন্তর্ভূক্ত হবার কোন যৌক্তিক কারন আমার নিকট দৃশ্যমান হয়নি। বিবাদীপক্ষ সুলতান আহমদের পিতা জান আলী প্রকাশ জানু খাঁ এর মাধ্যমে দাবি করলেও আর এস রেকর্ডী বা তাদের পূর্ববর্তীর সাথে উক্ত জান আলী প্রকাশ জানু খাঁ এর কোনরুপ সম্পর্ক নেই মর্মে ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং জান আলীর পুত্র সুলতান আহমদের নাম পি এস খতিয়ানে আসা অবশ্যই ভুল হয়েছে এবং বাদী বা তার পূর্ববর্তীর নামে পরিমিত জরিপ হয়নি বলে আমি বিবেচনা করি। আবার একই কারনে সুলতান আহমদের পুত্র অর্থাত অত্র ১-৩ নং বিবাদীদের নাম বি এস খতিয়ানে ভুলভাবে লিপি হয়েছে বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রেও বাদী বা তার পূর্ববর্তীর নামে সঠিকভাবে জরিপ হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৩) সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র আদালতের অভিমত হলো, নালিশী আর এস ৮৭২ খতিয়ান ও ৮৬৯ খতিয়ানের রেকর্ডীয় মালিক আমির খাঁ ও রহমত খাঁ অবিবাহিত ও ওয়ারীশবিহীন মরনে ভ্রাতুষপুত্র হিসাবে বাদীগণের পূর্ববর্তী আলী মিয়া তাদের সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন। সে হিসাবে তফসিল বর্নিত ৮৭২ খতিয়ানের সম্পূর্ন ৫৩ শতক এবং আর এস ৮৬৯ খতিয়ানের ১৩ শতক সর্বমোট (৫২+১৩)= ৬৫ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

২৪) দখল বিষয়ে বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 দাবি করেন তারা নালিশী ভুমিতে প্রায় ৮০ বছর যাবত পুরুষানুক্রমে ভোগদখলে আছেন। জেরাতে তিনি দাবি করেন যে নালিশী ভুমিতে তাদের ০৪ খানা বাড়ি আছে। তিনি দাবি করেছেন বি এস খতিয়ান ভুল হলেও তাদের ভোগদখলে কোন বিঘ্ন ঘটেনি। বাদীপক্ষের অপর সাক্ষী P.W.2 নালিশী ভুমি আশরাফ আলী ও ওমদা মিয়া দখল করে মর্মে বলেছেন। D.W.1এর স্বীকৃতি অনুযায়ী নালিশী ভুমি সরকারী রাস্তার উত্তর পাশে এবং দক্ষিন পাশে অনালিশী দাগে বাদীগনের বাগি রয়েছে। তবে অনালিশী কত দাগে বাদীগনের বাড়ি তা বলেননি। D.W.2 তার জেরাতে স্বীকার করেছেন যে নালিশী দাগে বাদীগণ ২৫ শতকে দখলে রয়েছে। তিনিও স্বীকার করেছেন যে রাস্তার উত্তর পাশে বিবাদীপক্ষের বাড়ি এবং দক্ষিন পাশে নালিশী জমি। নালিশী ভুমির এক-কোনে বাদীর বাড়ি আছে। বাদীপক্ষের দাখিলী খাজনা রশিদ প্রদর্শনী- ৩ সিরিজ নালিশী ভুমিতে বাদীপক্ষের দখল প্রমান করে। সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষ দখলে আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

২৫) উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহা পরিস্কার যে, নালিশী আর এস ৮৭২ খতিয়ান ও ৮৬৯ খতিয়ানের রেকর্ডীয় মালিক আমির খাঁ ও রহমত খাঁ অবিবাহিত ও ওয়ারীশবিহীন মরনে ভ্রাতুষপুত্র হিসাবে বাদীগণের পূর্ববর্তী আলী মিয়া নিজ ও তৎ চাচাদের অংশ মিলে সর্বমোট (৫২+১৩)= ৬৫ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত নালিশী পি এস ও বি এস খতিয়ান আলী মিয়ার ওয়ারীশ পুত্রদের নামে সম্পূর্ন রেকর্ড হবার কথা থাকলেও ভুলক্রমে পি এস খতিয়ানে জান আলীর পুত্র সুলতান আহমদ ও বি .এস খতিয়ানে ১-৩ নং বিবাদীদের নাম রেকর্ড হয়। প্রকৃতপক্ষে মালিকের কলামে শুধুমাত্র আলী মিয়ার পুত্র আশরাফ আলী ও ওমদা মিয়ার নাম রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত পি এস ও বি এস খতিয়ান রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৬) বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১/২/৩(ক)-৩(ঙ) নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্ট পি এস খতিয়ানে বিবাদীদের পূর্ববর্তী সুলতান আহমদ এবং বি.এস খতিয়ানে বিবাদীগণের নাম ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম